জীবননগরে অস্ত্র, ম্যাগজিন, ৫ রাউন্ড গুলিসহ আটক -১

জীবননগর থানা পুলিশের বিশেষ অভিযান একটি অস্ত্র, ম্যাগাজিন ও ৫রাউন্ড গুলিসহ একজন আটক হয়েছে।

বুধবার বিকাল পোনে ৫টার সময় জীবননগর থানার অফিসার ইনচাজ (ওসি) মোঃ আব্দুল খালেকের নিদেশে জীবননগর থানা পুলিশ বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে।

গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জীবননগর উপজেলার আন্দুলবাড়ীয়া বাজার শিমুল হোটেলের মধ্যে হতে জীবননগর পৌর শহরের আশতলা পাড়ার মোঃ মুন্নার ছেলে মোঃ আনোয়ার হোসেন মিন্টুর (৪০) শরীর তল্লাশী করে তার মাঝায় গুজা সাদা পলিথিনের মধ্যে নিল রংয়ের কাপড়ে জড়ানো একটি মেড ইউ,এস,এ,নং (৬২) পিস্তল, একটি ম্যাগাজিন ও ০৫ (পাচ) রাউন্ড গুলি সহ তাকে আটক করে। আটককৃত আসামীকে জীবননগর থানা পুলিশ হেফাজতে নেওয়া হয়েছে ।এ বিষয়ে জীবননগর থানায় মামলা পক্রিয়াধীন ।

গাংনীতে তুচ্ছ ঘটনায় গৃহবধুকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে আহত

ছোট শিশুদের মারামারিতে নিশেধ করাই কুলছুম খাতুন (৩০) নামের এক গৃহবধুকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে মারাত্বক জখম করেছে আরিফ নামের এক প্রতিবেশী।
আহত কুলছুম খাতুন গাংনী উপজেলার নওপাড়া গ্রামের হঠাৎপাড়া এলাকার আহসান আলীর স্ত্রী।
হামলাকারী আরিফ একই পাড়ার ওমর আলীর ছেলে।
আজ শুক্রবার (৩০ সেপ্টেম্বর) বিকালে তাকে এ হামলা করে আরিফ। প্রত্যক্ষদর্শিরা জানান, পাড়ার দুটি শিশু মারামারি করছিল। এসময়

কুলছুম খাতুন তাদের নিবৃত করে দেন। এঘটনায় ক্ষিপ্ত হয়ে একটি শিশুর পিতা আরিফ মারামারি ঠেকানোর অপরাধে কুলছুমকে ধারাল হাসুয়া দিয়ে মাথার উপর কোপ মারেন। কুলছুম খাতুন মাটিতে লুটিয়ে পড়লে আরিফ পালিয়ে যায়।

পরিবারের লোকজন কুলছুম খাতুনকে উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্ ্ের ভর্তি করেন। সেখানে তার অবস্থার অবনতি হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করেন।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্ ্েরর জরুরী বিভাগের চিকিৎসক বলেন তার মাথার হাড়ের অধিকাংশই কেটে গেছে। এখানে চিকিৎসা দেওয়া সম্ভব না হওয়ায় উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে কুষ্টিয়াতে রেফার্ড করা হয়েছে।

গাংনীতে অস্ত্র ও মাদকসহ আওয়ামীলীগ নেতা ও তার দুই সহযোগী আটক

মেহেরপুরের গাংনীতে আওয়ামীলীগ নেতা ও স্কুল কমিটির সাবেক সভাপতি সহ তিনজনকে গ্রেফতার করেছে র্যাব।

মঙ্গলবার দিবাগত রাত ৩ টার দিকে পৌর এলাকার বাঁশবাড়িয়া বাজারের লিখন কফি হাউজের সামনে তাদের গ্রেফতার করা হয়। এসময় তাদের কাছ থেকে গাঁজা ও দেশীয় অস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে।

গ্রেফতারকৃতরা হলেন , ধানখোলা ইউপি (খ) অঞ্চল আওয়ামীলীগের অর্থ বিষয়ক সম্পাদক ও গাড়াডোব মাধ্যমিক বিদ্যালয় পরিচালণা পর্ষদের সাবেক সভাপতি গোলাম সারোয়ার টোকন (৪২) , গাড়াডোব গ্রামের মৃত গোলাম রসুলের ছেলে শাহীন (২৯) ও ঢাকা জেলার কদমতলী থানার মোহাম্মদ বাগ এলাকার মৃত খোরশেদ আলমের ছেলে মাহবুবুর রহমান (৫০)।

র্যাব ৬ ঝিনাইদহ ক্যাম্পের প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা

হয়েছে,বাঁশবাড়িয়া বাজার এলাকায় কতিপয় ব্যক্তি মাদক ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য অবস্থান করছে। এমন সংবাদের ভিত্তিতে র্যাব ৬ গাংনী ক্যাম্পের সদস্যরা অভিযান পরিচালনাকালে তাদের উপস্থিতি টের পেয়ে ঘটনাস্থল থেকে মাদক ক্রয়-বিক্রয়ের সাথে জড়িতরা কৌশলে পালানোর চেষ্টাকালে তাদের গ্রেফতার করা হয়। পরে তাদের কাছ থেকে ৫শ’ গ্রাম গাঁজা, দেশীয় তৈরী একটি রামদা, একটি তরবারি, দুটি মোবাইল এবং চারটি সিমকার্ড উদ্ধার করা হয়। এ ঘটনায় গ্রেফতারকৃতদের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রন ও অস্ত্র আইনে গাংনী থানায় মামলা দায়ের পূর্বক তাদের থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

ধানখোলা ইউপি (খ) অঞ্চল আওয়ামীলীগের সাধারন সম্পাদক ও নব নির্বাচিত ইউপি চেয়ারম্যান আব্দুর রাজ্জাক বলেন, গোলাম সারোয়ার টোকন ধানখোলা (খ) অঞ্চল আওয়ামীলীগের অর্থ বিষয়ক সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। সে মাদকের সাথে জড়িত থাকলে তার বিরুদ্ধে সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেয়া হবে।

গাংনীতে আগ্নেয়াস্ত্রসহ মুকুল আটক

এক রাউন্ড গুলি, একটি ম্যাগজিন ও বিদেশী পিস্তলসহ বহুল আলোচিত সাহারবাটি গ্রামের মুকুল হোসেনকে গ্রেফতার করেছে র্যাব-৬ গাংনী ক্যাম্পের একটি টীম।

গ্রেফতারকৃত মুকুল হোসেন গাংনী উপজেলার সাহারবাটি গ্রামের চারচারা পাড়া এলাকার নেক মহম্মদের ছেলে।

বুধবার (১০ নভেম্বর) বিকালে সাহারবাটি-গাংনী রোডের ইবাদৎখানা এলাকা থেকে মুকুল হোসেনকে গ্রেফতার করে র্যাবের একটি দল।

এসময় তার কাছ থেকে এক রাউন্ড গুলি, একটি ম্যাগজিন, একটি বিদেশী পিস্তল, নগদ ৬ হাজার ১৬০ টাকা ও একটি বাটন মোবাইল ফোন উদ্ধার করা হয়।

র্যাব-৬ গাংনী ক্যাম্পের কমান্ডার এএসপি তারিক আমান বান্না জানান, মুকুল হোসেন পিস্তুল নিয়ে গাংনীর দিকে আসছেন এমন সংবাদের ভিত্তিতে সাহারবাটি গ্রামের সন্নিকটে ইবাদৎখানা এলাকায় অবস্থান নেয় র্যাবের একটি টিম। র্যাবের উপস্থিতি টের পেয়ে মুকুল পালানোর চেষ্টা করে। পরে তাকে আটক করতে সক্ষম হয় র্যাবের টিমটি। তার দেহ তল্লাশী করে আগ্নেয়াস্ত্র, গুলি ভর্তি ম্যাগজিন নগদ টাকা ও একটি মোবাইল ফোন উদ্ধার করা হয়। তাকে প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদ শেষে আগ্নেয়াস্ত্র আইনে মামলা দিয়ে রাতে গাংনী থানায় সোপর্দ করা হয়েছে।

স্থানীয়রা জানান, মুকুল হোসেন বর্তমানে একজন সুদ ও দাদন কারবারী। এক সময় সে র্যাবের দালাল পরিচয় দিয়ে নানাভাবে এলাকার নিরীহ মানুষ জনকে হয়রানী করতো। সেই বহুল আলোচিত মুকুল হোসেন আজ র্যাবের হাতে আগ্নেয়াস্ত্রসহ আটক হওয়ার খবরে এলাকায় চরম আলোচনা শুরু হয়েছে।

অচিরেই বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ অস্ত্র নির্মাণ কেন্দ্রে পরিণত হবে ইরান

ইরানের বিরুদ্ধে জাতিসংঘের অস্ত্র নিষেধাজ্ঞার মেয়াদ শেষ হতে চলেছে। অনেকের ধারণা বহু বছর পর এ নিষেধাজ্ঞা উঠে গেলে হয়তো ইরান আবারও সমরাস্ত্রের বাজারে প্রবেশ করবে এবং দেশটি অচিরেই বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ অস্ত্র নির্মাণ কেন্দ্রে পরিণত হবে।

এ ব্যাপারে ইরানের প্রতিরক্ষামন্ত্রী ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আমির হাতামি জাতীয় নিরাপত্তা ও পররাষ্ট্র নীতি বিষয়ক সংসদীয় কমিশনের সঙ্গে বৈঠকে বলেছেন, জাতীয় নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষা সক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রেখে এ ক্ষেত্রে উন্নয়ন অব্যাহত রাখবে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়। ব্যাপক হারে উৎপাদনের বছরে কৌশলগত অস্ত্র তৈরির অবকাঠামো আমাদের রয়েছে এবং অস্ত্র তৈরির ক্ষেত্রে আমাদের কোনো সমস্যা নেই এ কথা উল্লেখ করে তিনি আরও বলেন, অর্থনীতিসহ বেসামরিক

বিভিন্ন খাতে সহযোগিতা করতেও এই মন্ত্রণালয় প্রস্তুত রয়েছে।

আট বছরের পবিত্র প্রতিরক্ষা যুদ্ধ এবং যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে শত্রুর চাপিয়ে দেয়া নিষেধাজ্ঞা ও সীমাবদ্ধতা সত্বেও ইরান প্রমাণ করেছে আত্মরক্ষায় তারা কতখানি পারদর্শী। নিজস্ব প্রযুক্তি ও সুযোগ সুবিধাকে কাজে লাগিয়ে প্রতিরক্ষা শিল্পে ইরান আজ স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে। উদাহরণ স্বরূপ, ক্ষেপণাস্ত্র শক্তির কথা উল্লেখ করা যায় যা কিনা চাপিয়ে দেয়া যুদ্ধের সময় প্রয়োজনের তাগিদে ইরান এ অস্ত্র তৈরির পদক্ষেপ নিয়েছিল। বর্তমানে নিখুঁতভাবে আঘাত হানতে সক্ষম ব্যালেস্টিক ও ক্রুজসহ বিভিন্ন ধরনের ক্ষেপণাস্ত্র তৈরি করে ইরান বিশ্বকে তাক লাগিয়ে দিয়েছে।

সমরবিদরা বলছেন, নতুন নতুন প্রযুক্তির ক্ষেপণাস্ত্র তৈরি করে ইরান এ অঞ্চলে সামরিক শক্তির ভারসাম্য নিজের অনুকূলে নিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছে।

ইরান সম্প্রতি সফলভাবে নূর নামে সামরিক স্যাটেলাইট মহাকাশে পাঠাতে সক্ষম হওয়ায় ভূ-রাজনৈতিক বিষয়ক মার্কিন বিশ্লেষক অ্যান্থেনিও কার্তুলুসি বলেছেন, ইরান এমন এক অবস্থানে পৌঁছে গেছে যা বহুমেরু কেন্দ্রিক নতুন বিশ্ব ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখবে।

নৌ শক্তির ক্ষেত্রেও ইরান অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেছে। এ ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের ডুবো জাহাজ নির্মাণের কথা উল্লেখ করা যায় যা কিনা আলাদা আলাদা বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। পাইলটবিহীন বিমান বা ড্রোন প্রযুক্তিতে ইরান আঞ্চলিক পরাশক্তিতে এবং বিশ্বে চতুর্থ বৃহৎ শক্তিতে পরিণত হয়েছে। যুদ্ধবিমানের দিক থেকেও ইরান অনেক এগিয়ে। বভার-৩৭৩, খোরদাদ-তিন, তাবাস-দুই ও সাইয়াদের মতো বিমানগুলো ইরান নিজস্ব প্রযুক্তিতে তৈরি করেছে। এ ছাড়া লেজার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায়ও ইরান হাতে গোনা কয়েকটি দেশের কাতারে শামিল হয়েছে যা কিনা তাদের সামরিক শক্তির বড় প্রমাণ।

প্রকৃতপক্ষে, নিজস্ব প্রযুক্তির সহায়তায় ইরান কৌশলগত অস্ত্র তৈরির অবকাঠামো গড়ে তুলেছে। এ কারণে ইরানের প্রতিরক্ষামন্ত্রী বলেছেন, অস্ত্র তৈরির ক্ষেত্রে আমাদের কোনো সমস্যা নেই।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন